বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী
বণিক বার্তা, ২০২৩-০৩-০৩, পৃঃ- ০২

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের সনদ দেন ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার। এ লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা রূপান্তর করছি। আমরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করেছি, সেটি চালু হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রাথমিক ও পুরো মাধ্যমিকে বাস্তবায়ন হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা আগে মুখস্থ করত, আত্মস্থ করতে পারত না। এখন আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখবে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক সক্রিয় শিখন হবে, যা শিখবে বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে শিখবে। পরীক্ষা ভীতি আর থাকবে না। পরীক্ষা কিছু থাকবে কিন্তু অধিকাংশই হবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন।'

গতকাল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২তম সমাবর্তনে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর আফতাবনগর খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেন। এ সমাবর্তনে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ২ হাজার ৩৫১ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়া হয়। এছাড়া অনন্য মেধাবী তিনজন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় স্বর্ণপদক।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'এমন গবেষণা ও উদ্ভাবনা করতে হবে যার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এসব বিষয় সামনে রেখে আগামীতে শিক্ষা খাতে কোডিং, ডিজাইন, রোবোটিকসের মতো যুগোপযোগী বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হবে। আমরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীদের কোডিং শেখাব। আরেকটি পরিকল্পনা চালু করতে যাচ্ছি, সেটি হচ্ছে ছয় থেকে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোডিং, ডিজাইন—এগুলো শেখানো হবে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আর ধাক্কা খাবে না। তারা স্কুল থেকেই তৈরি হয়ে আসবে। আমরা চাই, প্রতিটি পর্যায়ে বয়স অনুযায়ী সব শিক্ষার্থী যত বিষয়ই পড়ুক না কেনো ভাষা, আইসিটি, সফট স্কিল শিখবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা শিখবে। উদ্যোক্তা হতে শিখবে। মূল্যবোধ শিখবে।'

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. রওনক জাহান। তিনি বলেন, 'প্রযুক্তির উন্নয়ন একদিকে যেমন জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে এর অপব্যবহারে বিভাজন ও সহিংসতা ছড়াচ্ছে। তাই তিনি প্রযুক্তির দিয়ে জীবন পরিচালিত না করে, মানবিক মূল্যবোধ দিয়েই প্রযুক্তিকে পরিচালিত করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

আরো বক্তব্য রাখেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমএম শহিদুল হাসান।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপারসন, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, গ্র্যাজুয়েট ও তাদের অভিভাবকরা অংশ নেন। শিক্ষাজীবনের শেষে যথাসময়ে সনদ হাতে পাওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা।

East West University
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY